মেহেরপুরে সাংবাদিক সম্মেলনের বিরুদ্ধে পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন

মেহেরপুরে সাংবাদিক সম্মেলনের বিরুদ্ধে পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল করিম।

উপজেলা ইমারত নির্মাণকারী শ্রমিক ইউনিয়নের আয়োজনে গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসে এ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এসময় সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল করিম,সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, সদস্য কুতুব উদ্দিন ও বাবু তাদের বক্তব্যে বলেন, গতকালকে ঘটে যাওয়া সংবাদ সম্মেলনে তোলা অভিযোগ, “প্রভাব দেখিয়ে জোরপূর্বক ভোট করিয়ে ক্ষমতায় থাকা, কোন সাধারণ শ্রমিকদের খাতে হিসেব দিতে না পারা, বেকার বয়স্ক শ্রমিকদের ১১ মাস বেকার ভাতা না দেওয়া” এই সব অভিযোগ সম্পুর্ন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

তারা আরো বলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের কমিটি নিয়ে সাবেক সভাপতি সহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফুরকান আলী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল ইসলাম যা বলেছেন তা মিথ্যা, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

মেহেরপুরের বারাদী ইউনিয়ন পরিষদে প্যানেল চেয়ারম্যানের

দায়িত্বভার গ্রহণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন বারাদী ইউনিয়নের ১,২ ও ৩ ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার শাহিনা খাতুন।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার আদেশপ্রাপ্ত হয়ে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্যানেল চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে প্রথম দিন ইউপি কার্যালয়ে হাজির হয়ে তিনি অফিস করেন। প্রথম দিনই তিনি পরিষদের সকলের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

তিনি বলেন, আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করবো এবং স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ভাবে ইউনিয়ন বাসীর সেবা করবো। উল্লেখ্য, গত ৫ই আগষ্ট সারাদেশে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার দেশ থেকে পলায়নের পর থেকে বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মোমিন আত্নগোপনে থাকায় তাকে চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করে গত ১৯ আগষ্ট উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, মেহেরপুর এর ইন্সট্রাক্টর আব্দুল মতিন কে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সদস্যদের সাথে ওসির আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে আলোচনা

গত ৫ আগষ্ট ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শেখ হাসিনার পতনের পর মুজিবনগরে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল আলমের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ।

আজ বুধবার দুপুরে মুজিবনগর থানার ওসির অফিস কক্ষে উপজেলার

আইনশৃঙ্খলা সহ সার্বিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করা হয়।

এ সময় দি টিচার প্রতিনিধি সাংবাদিক মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, দৈনিক সংগ্রাম এর প্রতিনিধি খায়রুল বাসার,ভোরের কাগজ প্রতিনিধি হাসান মুস্তাফিজুর রহমান,দৈনিক মাথাভাঙ্গা প্রতিনিধি শেখ শফি,জবাবদিহি প্রতিনিধি শাকিল রেজা,নিউজ ২৪ প্রতিনিধি ডালিম সানোয়ার,ইনক্লাব প্রতিনিধি এসএম ফিরোজুর রহমান বিজয়,সময়ের সমীকরন প্রতিনিধি সোহাগ মন্ডল,বাংলা ইনডিপেনডেন্ট প্রতিনিধি জাহিদ হাসান, আকাশ খবর প্রতিনিধি রেজাউল করিম উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের সৌজন্যে সাক্ষাৎ এ আইনসৃঙ্খলা বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম বলেন, মুজিবনগরের মানুষ খুবই সুশীল এবং মার্জিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ৫ ই আগস্ট পরবর্তী অনেক বড় বড় সহিংস ঘটনা ঘটলেও মুজিবনগরে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তেমন বড় ধরনের কোন রকমের প্রাণহানিকর অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এজন্য তিনি মুজিবনগর এর সকল মানুষকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

তিনি আরো বলেন বর্তমানে মুজিবনগর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ সকল পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। পুলিশ এলাকায় নিয়মিত টহল অব্যাহত রেখেছে।

এসময় উপজেলাকে সন্ত্রাস, মাদক মুক্ত করতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা চান তিনি।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীসহ ১৬৬ জনের নামে করা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন

মেহেরপুরে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন মামলার বাদি হাসনাত জামান।

মামলাটিতে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার স্ত্রী মোনালিসা, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল সহ ১৬৬ জনকে আসামি করা হয়েছিল। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসিকে তদন্ত

সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

বুধবার ২১ আগষ্ট দুপুরে মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের স্পেশাল ট্রাইবুনালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনাত জামান মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেন।

আদালত সুত্রে জানা গেছে, প্রকৃত আসামীদের বাদ পড়ে যাওয়া এবং নিরপরাধ ব্যাক্তিদের নাম আসামি তালিকায় ভুলক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে দায়েরকৃত মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন করা হয়েছিলো। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারক এবং মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মন্জুরুল ইমাম বাদী ও আইনজীবীর বক্তব্য শোনেন। অতঃপর মেহেরপুর সদর থানার ওসি সেখ কনি মিয়াকে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার বাদি হাসনাত জামান বলেন, ‘আমরা চাই না কোন নিরপরাধ ব্যক্তি হয়রানির শিকার হোক। এজন্য প্রকৃত আসামীদের বাদ পড়ে যাওয়া এবং নিরপরাধ ব্যাক্তিদের নাম আসামি তালিকায় ভুলক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেছি।’

মেহেরপুর জেলা বারের সভাপতি ও বাদি পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, ‘বাদি স্পেশাল ট্রাইবুনালে ১৬৬ জনের নামে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে একটি মামলা করেছিলো। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মঞ্জুরুল ইমাম সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং মেহেরপুর সদরন থানা মামলাটি এফআইআর ভূক্ত করে প্রতিবেদন দিয়েছিলো। আজ বাদি আসামি তালিকায় ভূল হয়েছে জানিয়ে স্পেশাল ট্রাইবুনাল, মেহেরপুরে ১/২০২৪ নম্বর মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন করে।আমি বাদির পক্ষের আইনজীবী হিসেবে আদালতে বাদিকে সহযোগিতা করেছি মাত্র।

উল্লেখ্য, মেহেরপুরে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলসহ ১৬৬ জন নামিয় এবং অজ্ঞাত আরও ১০০ জনে বিরুদ্ধে সোমবার (১৯ আগস্ট) মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের স্পেশাল ট্রাইবুনালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনাত জামান বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেছিলেন।

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপে হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ ও জড়িতদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন কালের কণ্ঠ পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন।

নিউজ ২৪ টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ডালিম সারোয়ারের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চাদু, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলামিন হোসেন, বাংলাদেশ প্রতিদিনের জেলা প্রতিনিধি মাহবুবুল হক পোলেন, বাংলানিউজের জেলা প্রতিনিধি জুলফিকার আলী কানন, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, গাংনী প্রেস ক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা, গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, মুজিবনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক, সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমানসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিককেরা।

বক্তারা ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়ায় হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, কালের কণ্ঠসহ ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা একযোগে বেনজীরসহ বিভিন্ন দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করে গণমাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠতা পরিবেশন ও প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া হাউজের সাতটি প্রতিষ্ঠানে ন্যক্কারজনক হামলায় দেশের স্বাধীন গণমাধ্যম হতবাক। হামলাকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে বিচার করার দায়িত্ব বর্তমান সরকারসহ ছাত্র-জনতার কাছে দাবি জানিয়েছেন।

বক্তারা আরও বলেন, স্বাধীন দেশে দিনে-দুপুরে মিডিয়ার ওপরে এই

নগ্ন হামলা দুর্বৃত্তায়নের জানান দেয়। অচিরেই এই দুর্বৃত্তায়নের চর্চা বন্ধ করতে হবে।

গাংনীতে স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

দীর্ঘ দেড় যুগ পরে গাংনীতে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিনশেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এর আগে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ের সামনে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক।

আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালী যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ- সভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক শহিদুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, গাংনী পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সু,পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা,পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জামাল উদ্দীন, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক অ্যাডাম সুমন, বিএনপি নেতা সোহরাব হোসেন প্রমুখ । সভাটি সঞ্চালনা করেন জেলা

যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী।

বক্তারা বলেন, সৈরাচারী ফ্যাসিষ্ট হাসিনা নিরীহ ছাত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যা করেছে। খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচার এই বাংলার মাটিতেই হবে। পরাজিত খুনি হাসিনার দোষররা এখনো দেশে অশান্তি, নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা লিপ্ত আছে।

বক্তারা আরও বলেন, খুনী শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও দেশের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র চলছে। সৈরাচারী হাসিনা বিগত ১৭ বছর আমাদের পথে নামতে দেয়নি। আমাদের নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা নাশকতার মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে। মিছিলে উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে শত শত নেতা কর্মী অংশগ্রহন করে এবং খুনি হাসিনা বিরোধী নানা শ্লোগান দেয়।

মেহেরপুরে ইমারত নির্মাণ ইউনিয়ন শ্রমিকদের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং- ১২১৪) এর অবৈধ কমিটি বাতিল ও দ্রুত নির্বাচনের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের নিজস্ব কার্যালয় প্রাঙ্গণে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি সহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফুরকান আলী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল ইসলাম, সদস্য মোঃ নুরু বলেন, চলমান কমিটি দলিয় প্রভাব দেখিয়ে জোরপূর্বক ভোট করিয়ে ক্ষমতায় আছে, কোন সাধারণ শ্রমিকদের খাতে হিসেব দিতে পারেনা, বেকার বয়স্ক শ্রমিকদের ১১ মাস বেকার ভাতা দেয় নাই, অফিস কার্যালয়ে ছাত্রদের

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের পরে তিনজন অফিস কর্মকর্তা ৩-৬ জন অফিস কর্মকর্তা অফিস পরিচালনা করছে। এমনকি ইউনিয়নের তহবিলের হিসাব পর্যন্ত উক্ত কমিটি দেয়নি। ফলে সাধারন সদস্যদের মাঝে ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা অবিলম্বে অবৈধ কমিটি বাতিল করে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার জোর দাবী জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে এছাড়াও সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক ক্রিয়া সম্পাদন মোঃ খলিল, সদস্য সাইফুল ইসলাম, রানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পৌর ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে দোয়া মাহফিল

আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা এবং শহীদ আবু সাঈদ সহ রক্ত দিয়ে নতুন বাংলাদেশ স্বাধীন করা শহীদদে রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) বিকেল ৫টার সময় নতুন পাড়া চুলকুনি মোড়ে মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর বিএনপি নেতা আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর উপজেলা সদর বিএনপি সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন।

এসময় বক্তব্য রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমুল হোসেন মোল্লা মিন্টু।

আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক যুবনেতা রেজা, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির নেতা মশিউল আলম দিপু, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম মুকুল, ৮ নাম্বার ওয়ার্ডে সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সাত্তার মুকতা, বিএনপি নেতা রেজাউল করিম রেজা, জেলা যুবদলের নেতা মশিউর আলম দিপু খান, জেলা যা চাস সদস্য সচিব বাকি বিল্লাহ, মো ইসমাইল হোসেন,

মাওলানা মোখলেসুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

গাংনীতে খালেক ও আহম্মেদ আলীসহ ৩৭ জনের নামে মামলা, অজ্ঞাত আরো ১০০ জন

মেহেরপুরের গাংনীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের উপর হামলার ঘটনায় সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী গাংনী পৌরসভার চৌগাছা গ্রামের জুলফিকার আলীর ছেলে রেজানুল হক ইমন (২৫) বাদী হয়ে ধারা ২০০৯ সাল (সংশোধনী/২০১২) এর সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(ক)/৭(৬)(খ)/১০/১১/২/১৩ ধারায় বিজ্ঞ “সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালতে” মামলাটি দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং-১১, তারিখ-২০/০৮/২০২৪ মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মঞ্জুরুল ইমাম গাংনী থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে মামলাটি এফআইআরভ’ক্ত করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে গাংনী বাসস্ট্যান্ড এলাকার তোতা মিয়ার ছেলে ছাত্রলীগ কর্মী তন্ময়।

মামলার অন্যান্য আসামিরা হলেন, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কসবা গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে বিপ্লব হোসেন (৩০), সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিশিরপাড়া গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে জীবন আকবর (৩০), গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ধর্মচাকী গ্রামের মৃত ইসমাইলের ছেলে

শাহিনুজ্জামান (২৫), চৌগাছা গ্রামের হান্নানের ছেলে ছাত্রলীগ নেতা পিন্টু (২৮), গাংনী মাদ্রাসাপাড়ার খোকন দেওয়ানের ছেলে রেজাউল হক (২৫), গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু (৩৮), চৌগাছা গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে যুবলীগ নেতা মিলন (৪০), জালশুকা গ্রামের জমসেদ আলীর ছেলে ছাত্রলীগ নেতা ওবায়দুল (২৫), চৌগাছা গ্রামের মৃত আজিমের ছেলে রকিব(৩৮), থানাপাড়া এলাকার ইব্রাহিম জোয়ার্দারের ছেলে হাবিবুর(২৮), শিশিরপাড়া গ্রামের খলিলের ছেলে রমজান আলী (৪৫), মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে বান্টু (৫০), গাংনী বাজারপাড়া এলাকার মৃত মোজাহার আলীর ছেলে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক (৫৭), মৃত নুর হকের ছেলে গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক (২২), শিমুলতলা গ্রামের হারান মন্ডলের ছেলে রাশি (৪০), জোড়পুকুর গ্রামের ফড়ং এর ছেলে ইমারুল (৪০), খোকার ছেলে ফয়সাল (৪০), ময়নাল হকের ছেলে খোকন (৪৫), হাবিবুর রহমানের ছেলে হাসান (৩৮), গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম (৫০), গাংনী বাজারপাড়া এলাকার হাসেম ফকিরের ছেলে মনি (৪০), হাড়িয়াদহ গ্রামের ইয়ার আলীর ছেলে ও রাইপুর ইউনিয়নের সদস্য (মেম্বর) রাজু আহমেদ (৪০), গাংনী উত্তরপাড়া এলাকার সাবেক ছাত্রলীগের নেতা ও এমপি মকবুল হোসেনের পিএস শাহিদুজ্জামান শিপু (৪০), নওপাড়া গ্রামের কছিমদ্দীনের ছেলে ইয়ারুল ইসলাম (৫০), মুকুল হোসেন (৪৫), গাংনী র্যাব ক্যাম্পপাড়া এলাকার জালাল উদ্দীনের ছেলে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা জুবায়ের হোসেন উজ্জল (৪০), চৌগাছা গ্রামের মৃত জুলহাসের ছেলে উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম মিয়া (৫৫), মেহেরপুর ভূমি অফিসপাড়া এলাকার খবির উদ্দীনের ছেলে তুফান (৫২) সদর উপজেলার বুঁড়িপোতা গ্রামের মো: মামুন (৩৮) ও মো: সুমন (৩৫)।

মামলার বাদি রেজানুল হক ইমন বলেন, আদালতে এজাহার দিলে বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে গাংনী থানাকে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছেন।

জানা গেছে, গত ৩০ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের

নেতৃবৃন্দ ঢাকায় আন্দোলন চলাকালীন সময়ে নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনায় উপজেলা শহীদ মিনারে মোমবাতি প্রজ্বলন করতে গেলে আসামিরা দেশিয় অস্ত্র নিয়ে তাদের উপর হামলা চালায়।

আসামীগণসহ অজ্ঞাত আরো ১০০ জন অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে ধারালো রামদা, কিরিচ, লোহার রড, বাঁশের লাঠি সহ এসে ভয়ভীতি, খুন, জখম করার উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। তখন আন্দোলনরত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং জনসাধারণ ভিতি সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়ে। আসামীদের হামলায় এদিক সেদিক ছোটাছুটি করাকালীন আসামীরা ছাত্র ও উপস্থিত জনতাকে খুন জখমের হুমিক প্রদান করে। আসামীগণের প্রকাশ্য হুকুমে অন্যান্য আসামীগণ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী আছেন সন্দেহে শিবপুরে তল্লাশি, পাওয়া যায়নি তাকে

সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন আছেন এমন সন্দেহে মেহেরপুরের শিবপুরে একটি বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। কিন্তু এ সময় সেখানে তাকে পাওয়া যায়নি।

গতকাল সোমবার (১৯ আগস্ট) রাত ৩টায় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের কবরস্থান পাড়ার একটি বাড়িতে এ অভিযান চালানো হয়।

সেখানে উপস্থিত স্থানীয়রা দাবি করেন, সোমবার রাত থেকে ফরহাদ হোসেন সেখানে অবস্থান করছেন বলে জানতে পারেন তারা।

একাধিক সূত্র থেকে এ তথ্য জানতে পেরে মেহেরপুর জেলা যুবদলের প্রায় অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী রাত পৌনে ১টা থেকে বাড়িটি ঘিরে রাখে এবং পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ সেখানে পৌঁছালে বাড়ির ভেতর থেকে বলা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সেনাসদস্যরা না এলে গেট খোলা

হবে না।

এভাবে এক ঘণ্টারও অধিক সময় পার হয়ে গেলে সেখানে উপস্থিত হন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং মুজিবনগর থানার ওসি। অতঃপর বাড়ির ভেতর থেকে গেটটি খুলে দেওয়া হলে বাড়িতে তল্লাশি করা হয়। তবে তল্লাশি করে ফরহাদ হোসেনকে পাওয়া যায়নি।

পুলিশি অভিযানকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন- মেহেরপুর জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুজাইফা ডিক্লেয়ার, আব্দুস সালম, মাসুদ, বখতিয়ারসহ প্রায় অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী ও এলাকাবাসী।

উপস্থিত জনগণ বলেন, প্রভাবশালী এক ব্যক্তির সহযোগিতায় ফরহাদ হোসেন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমন খবর পেয়ে তারা বাড়িটি ঘেরাও করেন এবং পুলিশে খবর দেন।

অভিযান পরিচালনায় স্বচ্ছতার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে কয়েকজন গণমাধ্যম কর্মীকে বাড়িটির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়।

মুজিবনগর থানার ওসি সাইফুল আলম বলেন, সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী এবং সন্ত্রাস দমন আইনে সদ্য দায়ের একটি মামলার আসামি ফরহাদ হোসেন শিবপুরের একটি বাড়িতে অবস্থান করছেন বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে আটকের জন্য বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি অভিযানে তাকে পাওয়া যায়নি। তবে বাড়িতে মানুষের উপস্থিতি ছিল এমন আলামত পাওয়া গেছে।